



## বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তি ও নারী অধিকার

### আলোচ্য বিষয়াবলি

• প্রবীণ অধিকারের ধারণা ও প্রবীণদের অধিকারসমূহ • প্রবীণদের সমস্যা • বাংলাদেশে প্রবীণদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম • নারী অধিকারের ধারণা এবং বাংলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান অধিকার পরিস্থিতি • বাংলাদেশে নারী অধিকারসমূহ ও নারী অধিকারের গুরুত্ব • বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ বা পদক্ষেপসমূহ।

### এক নজরে অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। নাগরিকদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তাদান আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অধিকার বলতে প্রথমত মানবাধিকারকেই বোঝানো হয়ে থাকে। মানুষের সব ধরনের অধিকার মানবাধিকার সনদে লেখা থাকে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার সনদ প্রকাশ করে।

### অধ্যায়ের শিখনফল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- প্রবীণ অধিকারের ধারণা ও অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রবীণদের সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে প্রবীণদের কল্যাণমূলক কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারী অধিকারের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারী অধিকারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারীর অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ বা পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

### অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারার উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি মূল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

### অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) চিহ্নিত কর :

১. বাংলাদেশে সরকারি চাকরি থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স কত?

- ক) ৫৭ বছর      ● ৫৯ বছর  
খ) ৬০ বছর      গ) ৬৫ বছর

২. আমাদের সমাজে প্রবীণদের সমস্যার কারণ—

- i. তাদের উপার্জনের সামর্থ্য নেই  
ii. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়  
iii. সমাজে নৈতিক শিক্ষার অবনতি

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i      ● i ও iii  
খ) ii ও iii      গ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রোজিনা তার স্বামীকে ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা আনতে বলেন। বাজার থেকে তার স্বামী ছেলের জন্য ক্রিকেট বল ও ব্যাট এবং মেয়ের জন্য পুতুল ও হাঁড়ি-পাতিল কিনে আনলেন।

৩. রোজিনার স্বামীর খেলনা ক্রয়ের ঘটনা ছেলেমেয়ের প্রতি যে ধরনের আচরণের প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

- i. অর্থনৈতিক বৈষম্য  
ii. দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য  
iii. আদরের পার্থক্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i      ● ii  
খ) ii ও iii      গ) i, ii ও iii

৪. উক্ত বৈষম্যের কারণে শিশুর কোন দিকটি অধিক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে—

- ক) নিরাপদে বেড়ে ওঠা      ● শিক্ষা গ্রহণ করা  
খ) স্বাস্থ্য সুরক্ষা      গ) সঠিক মানসিক বিকাশ



## সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন ১** | স্বামী এবং তিন সন্তান নিয়ে হাফিজার সংসার। স্বামীর একক আয়ে তার সংসার চলে না। সংসারের অভাব পূরণে হাফিজা নির্মাণ শ্রমিকের কাজ নেয়। সপ্তাহ শেষে মজুরি গ্রহণের সময় মালিক তাকে দৈনিক ৩০০ টাকা হারে মজুরি দেয়। অথচ একই কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিকদের ৪০০ টাকা হারে দৈনিক মজুরি দেয়। সে এর প্রতিবাদ করলে মালিক তাকে কাজে আসতে নিষেধ করে।

- ক. বেগম রোকেয়া নারী ও পুরুষকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন? ১  
খ. সংসার জীবনে নারীর প্রধান ভূমিকা বর্ণনা কর। ২  
গ. হাফিজা কোন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. হাফিজার মতো নারীদের অধিকার আদায়ে করণীয় বিষয়ে মতামত দাও। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বেগম রোকেয়া নারী ও পুরুষকে তুলনা করেছেন একটি গাড়ির দুটি চাকার সঙ্গে।

**খ** সংসার জীবনে পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নারীদেরই পালন করতে হয়। সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে পরিবারের মায়ের ভূমিকাই মুখ্য। অন্যদিকে, সন্তান লালন-পালনের প্রধান দায়িত্বটা মাকেই পালন করতে হয়। মাতৃপ্রধান পরিবারে একজন নারীকেই সংসার পরিচালনার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সে সমাজে শিশুর ভবিষ্যৎ নারীর হাতেই গড়ে ওঠে। ধর্মীয় শিক্ষাও একটি শিশু মায়ের কাছ থেকে অর্জন করে।

**গ** উদ্দীপকের হাফিজা নারী-পুরুষ সমানাধিকারের বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সংসারের অভাব পূরণে হাফিজা নির্মাণ শ্রমিকের কাজ নেয়। সপ্তাহ শেষে মজুরি গ্রহণের সময় মালিক তাকে দৈনিক ৩০০ টাকা হারে মজুরি দেয়। অথচ একই কাজে পুরুষ শ্রমিকদের জন্য ৪০০ টাকা হারে দৈনিক মজুরি দেয়। একই কাজে নারী-পুরুষের এ বৈষম্যের শিকারের ফলশ্রুতিতে হাফিজা প্রতিবাদ করলে মালিক তাকে কাজে আসতে নিষেধ করে। যেখানে বাংলাদেশ সংবিধান নারী-পুরুষ সমানাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদেও নারীর এ সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে সমানাধিকার বলতে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের কথা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা, চাকরি বা কর্মসংস্থান, বেতন বা মজুরি সব ব্যাপারেই নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভের অধিকারী। কোনো অবস্থায়ই নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য করা যাবে না। কিন্তু উদ্দীপকের হাফিজা সেই সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

**ঘ** স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে হাফিজার সংসার। সংসারের অভাব পূরণে হাফিজা নির্মাণ শ্রমিকের কাজে অংশ নেয়। কিন্তু বিধি বামা। সে তার ন্যায্য পাওনা যথাযথভাবে পায় না। একই কাজে পুরুষ শ্রমিক পায় ৪০০ টাকা আর সে পায় ৩০০ টাকা। এ ধরনের বৈষম্য শুধু হাফিজা নয়; বরং দৈনন্দিন অসংখ্য নারীর জীবনেই ঘটছে। নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে তার সমানাধিকার নিশ্চিত করতে সন্তানের নামের সঙ্গে আগে যেখানে শুধু বাবার নাম লেখার নিয়ম ছিল, সেখানে এখন মায়ের নামের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা তাদের অধিকারকে বেগবান করেছে। নারী নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। তাই বর্তমান সরকার মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীত করেছে। নারীদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। চাকরি ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। যৌতুক প্রথাকে পুরাপুরি বন্ধ করতে হবে। এসব কিছু নিশ্চিত করার মাধ্যমেই হাফিজার মতো নারীদের অধিকার আদায় সম্ভব হবে।

**প্রশ্ন ২** | ৭০ বছরের ছিদ্দিকা খাতুনের ইচ্ছা করে পুরনো দিনের গল্প করতে; কিন্তু তার ছেলেমেয়েদের গল্প শোনার সময় নেই। এমনকি তার নাতনির বিয়ের সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় না। পাশের বাড়ির জোবেদা বেগম ছিদ্দিকা খাতুনের ছেলেমেয়েদের বলেন, তোমাদের উচিত তোমার মায়ের খাবার ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খেয়াল রাখা। তাঁকে মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

- ক. প্রবীণ কারা? ১  
খ. বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কল্যাণ সমিতির প্রবীণদের ক্ষেত্রে কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. ছিদ্দিকা খাতুনের সমস্যাটা কোন ধরনের সমস্যা— ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. ছিদ্দিকা খাতুনের ক্ষেত্রে জোবেদা বেগমের পরামর্শ তুমি কি সঠিক বলে মনে কর? তোমার মতামত দাও। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সাধারণত ষাটোর্ধ্ব বয়সের মানুষকে প্রবীণ বলে গণ্য করা হয়।

**খ** বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কল্যাণ সমিতি প্রবীণদের ক্ষেত্রে নানাধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কল্যাণ সমিতি প্রবীণদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং প্রবীণদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষালাভ নিশ্চিত করতে শিক্ষা অনুদান প্রদান করেছে। আবার প্রবীণ বয়সে তারা যেন আর্থিক সংকটে না পড়ে সেজন্য সহজশর্তে ঋণও প্রদান করেছে।

**গ** উদ্দীপকে ছিদ্দিকা খাতুনের সমস্যাটি প্রবীণদের পারিবারিক সমস্যা। আমাদের দেশে একসময় একানবর্তী পরিবার ছিল যখন পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ছিল। বর্তমান আধুনিক সমাজব্যবস্থায় একানবর্তী পরিবারসমূহ ভেঙে একক ও অনু পরিবারের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ঐ সমস্ত ছোট পরিবারে বৃন্দ মা-বাবা ও স্বশুর-শাশুড়ির স্থান থাকে না, তাদের সঙ্গ দেওয়া ও তাদের সাথে গল্পগুজব করার মতো কেউ থাকে না। ছেলেমেয়েদের কর্মব্যস্ত জীবনযাপনের জন্য তাদের দেখাশুনা ও সেবায়ত্নের লোকের অভাব ঘটছে। সংসারের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাদের ছাড়াই নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া সাংসারিক বিভিন্ন কাজকর্মে তাদের লিপ্ত করা হয়, যা তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়। উদ্দীপকে ছিদ্দিকা খাতুনের পুরনো দিনের গল্প শোনাতে ইচ্ছে করলেও তার গল্প শোনার সময় কারোরই নেই। এটি প্রবীণদের একটি পারিবারিক সমস্যা।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি ছিদ্দিকা খাতুনের ক্ষেত্রে জোবেদা বেগমের পরামর্শ সঠিক বলে মনে করি। সংসারের কর্মঠ ব্যক্তি সারাজীবন পরিশ্রম করে পরিবারের সদস্যদের ব্যয়ভার বহন করেন। সময়ের পরিক্রমায় পরিবারের কর্মঠ ব্যক্তি একসময় প্রবীণ হন। কর্ম থেকে অবসর নিয়ে তারা একসময় ছেলেমেয়েদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ নির্ভরশীলতার কারণে বেশিরভাগ পরিবারে তারা বোঝা হিসেবে কালযাপন করেন। তারা নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলার জন্য কাউকে পান না। ছেলেমেয়েদের কর্মব্যস্ততার কারণে তারা ঠিকমতো সেবায়ত্নও পান না। উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় মতামতের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয় না। উদ্দীপকে ছিদ্দিকা খাতুন এরকমই একটি পরিস্থিতির শিকার। তার ছেলেমেয়েরা দেখাশুনা ও খোজখবর নেয় না। তাই পাশের বাড়ির জোবেদা বেগম তার ছেলেমেয়েদের ছিদ্দিকা খাতুনের খাবার ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। তার হীনম্রন্যতা ও অসহায়ত্ব দূর করার জন্য মাঝে মাঝে তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। প্রবীণ বয়সের অসহায়ত্ব ও নিসঙ্গতা দূর করার জন্য অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য। কাজেই বলা যায়, ছিদ্দিকা খাতুনের ক্ষেত্রে তার ছেলেমেয়েদের দেওয়া জোবেদা বেগমের পরামর্শ যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত।